PG – CO – 11 NEW SYLLABUS

প্রশ্নঃ - 'পরিবেশ' শব্দটি সংজ্ঞায়িত কর।

উঃ - পরিবেশ হল জীবন্ত এবং নির্জীব জিনিসগুলির সমন্বয় যা কোনও জীবকে ঘিরে থাকে। এতে বায়ু, জল, মাটি, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অন্যান্য জীবন্ত জিনিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরিবেশে এমন নির্জীব জিনিসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেমন আবহাওয়া, চাপ, এবং সূর্যালোক ।

পরিবেশকে বিভিন্ন উপায়ে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। একটি সাধারণ উপায় হল জীবন্ত এবং নির্জীব উপাদানগুলির মধ্যে পার্থক্য করা। জীবন্ত উপাদানগুলি হল উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অন্যান্য জীবন্ত জিনিস। নির্জীব উপাদানগুলি হল বায়ু, জল, মাটি এবং আবহাওয়ার মতো জিনিস।

পরিবেশকে বায়ুমণ্ডল, জলমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রেও বিভক্ত করা যেতে পারে। বায়ুমণ্ডল হল পৃথিবীর চারপাশে গ্যাসের স্তর। জলমণ্ডল হল পৃথিবীর পৃষ্ঠে এবং পৃথিবীর ভূত্বকের নিচে জল। ভূমণ্ডল হল পৃথিবীর শক্ত খোসা।

পরিবেশ জীবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি জীবনকে সমর্থন করে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু সরবরাহ করে। এটি উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের বাসস্থান সরবরাহ করে। এটি খাদ্য, জল এবং বায়ুও সরবরাহ করে। পরিবেশ মানুষের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি আমাদের বাসস্থান সরবরাহ করে এবং আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু সরবরাহ করে।

পরিবেশ হুমকির মুখে রয়েছে দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বন উজাড়ের মতো জিনিস। এই হুমকিগুলি পরিবেশ এবং এতে বসবাসকারী জীবের জন্য ক্ষতিকর। পরিবেশ রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে এটি ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য সমর্থন করতে পারে।

পরিবেশ রক্ষা করার অনেক উপায় রয়েছে। একটি উপায় হল রিসাইকেল করা, রিইউজ করা এবং কমিয়ে আনা। রিসাইক্লিং উপকরণগুলিকে নতুন পণ্যে পরিণত করে বর্জ্য হ্রাস করে। পুনঃব্যবহার জিনিসগুলিকে নতুন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে বর্জ্য হ্রাস করে। কমিয়ে আনা মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত জিনিসের পরিমাণ কমিয়ে বর্জ্য হ্রাস করে।

পরিবেশ রক্ষা করার আরেকটি উপায় হল পরিবেশগতভাবে বান্ধব পণ্য কেনা। পরিবেশগতভাবে বান্ধব পণ্যগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয় যা পরিবেশের ক্ষতি করে না।

প্রশ্নঃ - কৌশলগত ব্যবস্থাপনায় পরিবেশগত বিশ্লেষণ কেন প্রয়োজনীয় তা ব্যাখ্যা করুন।

উঃ - কৌশলগত ব্যবস্থাপনায় পরিবেশগত বিশ্লেষণঃ - কৌশলগত ব্যবস্থাপনায় পরিবেশগত বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া কারণ এটি প্রতিষ্ঠানকে তার অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের পরিবেশ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়। এই ধারণা প্রতিষ্ঠানকে তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সঠিক কৌশল তৈরি করতে সাহায্য করে।

পরিবেশগত বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা :

১. সুযোগ ও হুমকি চিহ্নিতকরণ :

Pearl Coaching Center

- পরিবেশগত বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠানকে বাজার, প্রতিযোগী, প্রযুক্তি, এবং সরকারি নীতির পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলি থেকে উদ্ভূত সুযোগ ও হুমকি চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।

- এই তথ্য প্রতিষ্ঠানকে তার কৌশল তৈরি করার সময় ঝুঁকি কমাতে এবং সুযোগগুলোকে কাজে লাগাতে সাহায্য করে।

২. প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জন :

- পরিবেশগত বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠানকে তার প্রতিযোগীদের তুলনায় তার শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে।

- এই তথ্য প্রতিষ্ঠানকে তার প্রতিযোগীদের চেয়ে বাজারে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার জন্য কৌশল তৈরি করতে সাহায্য করে।

৩. পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো :

- বাজার, প্রযুক্তি, এবং সরকারি নীতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে।

- পরিবেশগত বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠানকে এই পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে অবগত থাকতে এবং তার কৌশলগুলি পরিবর্তন করতে সাহায্য করে যাতে এটি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে পারে।

৪. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা :

- পরিবেশগত বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠানকে তার কার্যক্রমে ঝুঁকি চিহ্নিত করতে এবং ঝুঁকি কমাতে পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করে।

- এটি প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক ক্ষতি, খ্যাতির ক্ষতি, এবং আইনি জটিলতা এড়াতে সাহায্য করে।

৫. দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য নিশ্চিত করা :

- পরিবেশগত বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠানকে তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি করতে সাহায্য করে।

- এটি প্রতিষ্ঠানকে টেকসই এবং দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য অর্জন করতে সাহায্য করে।

প্রশ্নঃ - ব্যবসাকে প্রভাবিত করে এমন গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত কারণগুলি কী কী? তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব আলোচনা কর।

উঃ - ব্যবসাকে প্রভাবিত করে এমন গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত কারণগুলি :

১. জলবায়ু পরিবর্তন :

- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা, বন্যার মতো ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

Pearl Coaching Center

- এগুলো ব্যবসার উৎপাদন, সরবরাহ ব্যবস্থা, এবং বাজারে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

২. প্রাকৃতিক সম্পদের ঘাটতি :

- জল, খনিজ, বনজ সম্পদের ক্রমবর্ধমান ঘাটতি ব্যবসার উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি করে এবং লাভের উপর চাপ সৃষ্টি করে।

৩. দূষণ :

- বায়ু, পানি, মাটি দূষণের ফলে জনস্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।
- এটি ব্যবসার কর্মীদের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং উৎপাদনশীলতা হ্রাস করে।

৪. সরকারি নীতি :

- পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ ও নীতির পরিবর্তনের ফলে ব্যবসার খরচ বৃদ্ধি পায় এবং নতুন বাজারে প্রবেশের সুযোগ সীমাবদ্ধ হতে পারে।

৫. গ্রাহকদের চাহিদা :

- পরিবেশবান্ধব পণ্য ও সেবার প্রতি গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ব্যবসাকে টেকসই উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য করে।

আপেক্ষিক গুরুত্ব :

- উপরোক্ত কারণগুলির গুরুত্ব ব্যবসার ধরন, অবস্থান, এবং বাজারের উপর নির্ভর করে।
- তবে, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ঘাটতি সকল ব্যবসার জন্য দীর্ঘমেয়াদী হুমকি হিসেবে বিবেচিত হয়।
- সরকারি নীতি এবং গ্রাহকদের চাহিদা দ্রুত পরিবর্তনশীল কারণ যা ব্যবসার কৌশলের উপর দ্রুত প্রভাব ফেলে।

উপসংহার :

- পরিবেশগত কারণগুলি ব্যবসার জন্য ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।
- ব্যবসাগুলিকে টেকসই হতে এবং দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য অর্জন করতে এই কারণগুলি বিবেচনা করে কৌশল তৈরি করতে হবে।

কিছু টিপস :

- পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ব্যবস্থা তৈরি করা।
- পরিবেশবান্ধব উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করা।
- পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ মেনে চলা।

Pearl Coaching Center

- গ্রাহকদের পরিবেশবান্ধব পণ্য ও সেবা সরবরাহ করা।

পরিবেশগত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ব্যবসাগুলি টেকসই হতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য অর্জন করতে পারে।

প্রশ্নঃ - একটি ETOP কি? 5. আপনি একটি ETOP থেকে কি তথ্য পেতে পারেন?

উঃ - ETOP এর অর্থ এবং তথ্য : ETOP (Environmental Threat and Opportunity Profile) হলো একটি ব্যবস্থা যা প্রতিষ্ঠানকে তার অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের পরিবেশের বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। এই বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠানকে তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সঠিক কৌশল তৈরি করতে সাহায্য করে।

ETOP-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

- **সুযোগ :** বাজার, প্রযুক্তি, এবং সরকারি নীতির পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত সুযোগগুলি চিহ্নিত করা।
- **হুমকি :** প্রতিযোগী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এবং পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণের মতো হুমকিগুলি চিহ্নিত করা।
- **প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা :** প্রতিষ্ঠানের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে জানা এবং প্রতিযোগীদের তুলনায় তার অবস্থান নির্ধারণ করা।
- **পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো :** বাজার, প্রযুক্তি, এবং সরকারি নীতির পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা :** ব্যবসার কার্যক্রমে ঝুঁকি চিহ্নিত করা এবং ঝুঁকি কমাতে পদক্ষেপ নেওয়া।
- **দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য :** প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি করা।

ETOP তৈরি করার প্রক্রিয়া :

- **পরিবেশগত স্ক্যানিং :** বাজার, প্রতিযোগী, প্রযুক্তি, এবং সরকারি নীতির পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।
- **তথ্য বিশ্লেষণ :** সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য এর প্রভাব নির্ধারণ করা।
- **ETOP তৈরি :** প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি ETOP তৈরি করা।
- **ETOP ব্যবহার :** ETOP-এর তথ্য ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের কৌশল তৈরি করা এবং বাস্তবায়ন করা।

ETOP-এর সুবিধা :

- প্রতিষ্ঠানকে তার পরিবেশ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা দেয়।
- প্রতিষ্ঠানকে তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সঠিক কৌশল তৈরি করতে সাহায্য করে।
- প্রতিষ্ঠানকে ঝুঁকি কমাতে এবং সুযোগগুলোকে কাজে লাগাতে সাহায্য করে।

Pearl Coaching Center

- প্রতিষ্ঠানকে টেকসই এবং দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য অর্জন করতে সাহায্য করে।

উপসংহার : ETOP হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা যা প্রতিষ্ঠানকে তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সঠিক কৌশল তৈরি করতে সাহায্য করে। ETOP-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য প্রতিষ্ঠানকে তার পরিবেশ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা দেয় এবং ঝুঁকি কমাতে, সুযোগগুলোকে কাজে লাগাতে এবং দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য অর্জন করতে সাহায্য করে।

প্রশ্নঃ - আপনি কিভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের একটি ETOP গঠন করতে পারেন?

উঃ - একটি প্রতিষ্ঠানের ETOP গঠনের প্রক্রিয়া :

১. পরিবেশগত স্ক্যানিং :

- প্রথম ধাপ হলো বাজার, প্রতিযোগী, প্রযুক্তি, এবং সরকারি নীতির পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।
- এই তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন উৎস ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন :
  - **বাজার গবেষণা প্রতিবেদন :** বাজারের আকার, প্রবৃদ্ধি, এবং প্রতিযোগিতার স্তর সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।
  - **প্রতিযোগীদের বিশ্লেষণ :** প্রতিযোগীদের শক্তি, দুর্বলতা, এবং কৌশল সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।
  - **প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ :** নতুন প্রযুক্তি এবং তাদের ব্যবসার উপর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।
  - **সরকারি নীতি বিশ্লেষণ :** নতুন নীতি এবং তাদের ব্যবসার উপর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।

২. তথ্য বিশ্লেষণ :

- সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য এর প্রভাব নির্ধারণ করা।
- এই বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন :
  - **SWOT বিশ্লেষণ :** প্রতিষ্ঠানের শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ, এবং হুমকি চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।
  - **PESTLE বিশ্লেষণ :** রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রযুক্তিগত, পরিবেশগত, এবং আইনি কারণগুলির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে।

৩. ETOP তৈরি :

- প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি ETOP তৈরি করা।
- ETOP-এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত :
  - **প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য :** প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্যগুলি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা।

Pearl Coaching Center